-: Universality of Human Rights Vs Cultural Relativism:-

Prof. Biswanath Nag
Dept. of Political Science
Semester -II, CC-3

* সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতাবাদ কিভাবে বিশ্বজনীন মানবাধিকারের ধারণাকে প্রভাবিত করে ?
(How does cultural relativism affect the universality of human rights ?) OR
* তুমি কী বিশ্বজনীন মানবাধিকারের ধারণাকে স্বীকার কর ? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।
(Do you recognize the universal nature of human rights ? Give reasons for your answer)

সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতাবাদ হল নৃতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিধা । এর মূল বক্তব্য হল প্রত্যেকটি সংস্কৃতি দাঁড়িয়ে থাকে ঐ বিশেষ সংস্কৃতির বিশ্বাস ও মূল্যবোধের উপর (Each culture must be understood in terms of the values and beliefs of that particular culture)। তাই কোন একটি সংস্কৃতিকে অন্য একটি সংস্কৃতির মানদন্ডে বিচার করা যাবে না (No culture should be judged by the standar of another culture), তাকে বিচার করতে হবে ঐ সংস্কৃতির মানদন্ডে । সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতাবাদ ধরেই নেয় কোন একটা সংস্কৃতি অন্য কোন সংস্কৃতির থেকে খারাপ নয় (Cultural relativism assumes that no culture is better than any other) । অর্থাৎ সব সংস্কৃতিই ভালো । এই সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতাবাদের প্রবক্তা হলেন ফ্রেঞ্চ বোয়াস (Franz Boas)। কিন্তু আমরা প্রায়ই নিজেদেরকে অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর মনে করি । এটি সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতাবাদের ধারণার পরিপন্থী ; একে বলে **এথনোসেন্ট্রিজম** । এর উদাহরণ হল যেমন, Sexism - Male vs female, Racism - black vs white etc. যেখানে পুরুষরা নিজেদেরকে মহিলাদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে এবং সাদা চামড়ার লোকেরা কালো চামড়ার লোকেদের তুলনায় নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে ইত্যাদি।

অন্যদিকে, মানবাধিকার হল মানুষের এমন এক নৈতিক অধিকার যা সকল মানুষের মধ্যেই বর্তমান এবং যা কেউ কেড়ে নিতে পারে না । অর্থাৎ মানুষের মর্যাদা ও অধিকার জন্মসূত্রেই সমান । মানবাধিকার বলতে সেই সকল অধিকারকে বোঝায় যা মানুষের মর্যাদা, সম্মান ও নিরাপত্তাকে তুলে ধরে সভ্য জীবনযাত্রা নির্বাহের পথ প্রশস্ত করে । ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় সার্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র (UDHR) গৃহীত হয় । ঘোষণা করা হয় প্রতিটি মানুষ জন্মসূত্রে স্বাধীন ও সম মর্যাদার অধিকারী । মানবাধিকারের মূল বৈশিষ্ট হল সার্বজনীনতা । সার্বজনীনতা বলতে বোঝায় স্থান, কাল, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে এই অধিকার সমুহ সকল ব্যাক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ।

মানব অধিকারের সংজ্ঞা দ্বারা একটা স্পষ্ট ধারণা তৈরী হয় যে যেহেতু প্রত্যেক মানুষ প্রকৃত অবস্থাতেই সমানভাবে সম্মান ও সম মর্যাদার অধিকারী , তাদের নৈতিক সত্তা সমান সেই কারণে যেকোন রকমের বৈষম্যমূলক আচরণ মানবিকতাবোধের পরিপন্থী । সার্বজনীন মানব অধিকার একটি আন্তর্জাতিক

মানবাধিকারের মান নির্দিষ্ট করার প্রয়াস করেছে , কিন্তু এই মানদন্ড অনেকের দৃষ্টিতে যুক্তিযুক্ত নয় । তাঁদের যুক্তি হল , যেহেতু মানব অধিকারগুলি মূলত পাশ্চাত্য দেশগুলির দ্বারা নির্মিত হয়েছে সেগুলি পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে পরিলক্ষিত করে , সেই কারণেই মানবিক অধিকারগুলি সকল সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর উপরে প্রযোজ্য হতে পারে না । এভাবে আরোপিত পাশ্চাত্য মূল্যবোধজড়িত মানবাধিকার অ-পাশ্চাত্য দেশগুলির ক্ষেত্রে এক বিদেশী জীবনধারা মনে হয় । তাই সার্বজনীন মানবাধিকারের মোড়কে সেগুলি সকলের ওপর চাপিয়ে দেওয়া শুধু অযৌক্তিক নয় , অনায্যও ।

সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতাবাদীদের দাবী যে মানবিক অধিকারের বিশ্বজনীনতার মাধ্যমে পাশ্চাত্য মতাদর্শ বাকী রাষ্ট্রগুলির উপর প্রসারিত করার যে প্রচেষ্টা চলছে তার পরিণতি হল **সাংস্কৃতিক ঔপনিবেশবাদ** । সার্বজনীনতা সৃষ্ট একরূপতা বনাম বৈচিত্রময় সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীগুলির ভিন্নতার দাবী যে বিতর্ক তৈরী করেছে , সাহিত্য চর্চায় সেটি **'এশীয় মূল্যবোধ'** (Asian Values) নামে পরিচিত । বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীগুলির স্বনিয়ন্ত্রণের নীতির (Principle of Self determination) দাবী ও বৈধতার পক্ষে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও দার্শনিক চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটেছে । উত্তর আধুনিকতাবাদ সার্বজনীন নৈতিক নীতিসমুহকে প্রত্যাখান করে এবং বন্ধনহীন , ক্ষুদ্র সত্তা পরিচিতি, খন্ডীকরণ (fragments), স্থানীয় বিষয়ে ঝোঁক (localism) প্রভৃতির উপর বিশেষ জোর দেয় । কৌম্যবাদী বা সম্প্রদায়গত চিন্তাধারায় স্বাধীনতা ও সাম্যের পাশাপাশি কৌম নির্ভর পরিচয়কে (Community based identity) অগ্রাধিকার দেওয়া হয় । কৌম্যবাদীরা দাবি করেন যে, সমাজের মধ্যে যে নিয়ম নীতি (norms) এবং মূল্যবোধ (values নির্ধারিত করা হয় সেগুলি কৌম্য বা জনসম্প্রদায় নির্দিষ্ট করে । কৌম্যবাদী চিন্তাধারা আদর্শ স্থাপনকারী (normative) মান নির্ণয়ের পরিবর্তে স্থানীয় বৈশিষ্টের উপর গুরুত্ব প্রদান করে । সমানতালে সাম্প্রতিক কালে বহু সংস্কৃতিবাদ বা সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদের দাবি জোরালো হয়ে উঠেছে । বিশেষ করে উন্নত যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র , কানাডা, ব্রিটেন, জার্মানী ইত্যাদি রাষ্ট্রগুলোতে, প্রধানত অভিবাসীদের নিয়ে গঠিত জাতি হিসাবে পরিচিত, সেখানে জাতীয় সংস্কৃতিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আত্মীকরণ না হওয়ার ফলে এই দাবিগুলি গড়ে উঠেছে । ফলে ঐ সম্প্রদায়গুলি তাদের সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা দাবি করে বহু সংস্কৃতিবাদ (multi culturalism) কে সমর্থন করেছে ।

মানব অধিকারগুলিকে সার্বজনীন বলার উদ্দ্যেশ এইটাই যে প্রত্যেক মানুষ সে যে কোন ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, জাতির হোক না কেন, তার কিছু মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতির প্রয়োজন আছে, সেই কারণে এই অধিকারগুলি প্রত্যেক মানুষের উপর সমানভাবে কার্যকরী হবে । সার্বজনীন বা বিশ্বজনীনতার একরূপতা (Uniformity) সাংস্কৃতিক বিবিধতাকে অস্বীকার না করলেও নিজের আধিপত্য বিস্তার করার প্রবণতাকে এগিয়ে নিয়ে যায় আর এখানেই বিবিধ বৈচিত্রময় সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে একটি নিরাপত্তার অভাব , নিজ অস্তিত্বের সংকট অনুভূত হয় যার আবশ্যিক পরিণতি হল নিজস্বতার দাবীকে জোরালো ভাবে প্রকাশ করা । বহুত্ববাদী সমাজ ব্যবস্থায় জাতীয় এবং আন্তঃজাতীয় নৈতিক স্বাধীনতার স্বীকৃতি স্বনিয়ন্ত্রণের অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে এই টানাপোড়েনের পরিস্থিতি আরো বেশী সংশয়পূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে ।

বিশ্বজনীন মানবিক অধিকার গড়ে ওঠার ভিত্তি হল যে, প্রত্যেক মানুষের নৈতিক সত্তার কোথাও না কোথাও একটি মিল রয়েছে, তাহলে এইটার মধ্যে একরূপতা থাকাটাই স্বাভাবিক । এই স্বাভাবিক একরূপতা কিভাবে বিবিধতার দাবিকে মেনে নিতে পারে ? বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের দ্বারা সমন্বিত কিছু প্রথা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীগুলির ক্রিয়াকলাপকে নির্দেশিত করে , কিন্তু সব প্রথা এবং চিরাচরিত ব্যবস্থা কখনই নাহ্য বলে ধরে নেওয়া যায় না । উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় দাসত্ব ব্যবস্থা , লিঙ্গ, বর্ণ, জাতির ভিত্তিতে বিভেদমূলক ব্যবস্থা ইত্যাদি । তাই কিছু মৌলিক মানবাধিকার রয়েছে যেগুলি অবিভাজ্য এবং অহস্তান্তরিতযোগ্য সেগুলিকে রক্ষা

করা এবং উলঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কিছু সমানাধিকার এবং সমানভাবে কার্যকরী করার প্রক্রিয়ার প্রয়োজন রয়েছে ।

এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে যারা এ বিশ্বজনীনতার বিরোধীতা করে থাকে তারা কখনই ক্ষতিগ্রস্ত (victim) হয় না, বরং মানবিক অধিকার নীতির উল্লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী হতে পারে । এই কারণে আপেক্ষিকতা (Relativity) কখনই মানবিক অধিকারের এবং মানবিকতা উল্লঙ্ঘনের অজুহাত হতে পারে না । সাধারণভাবে মানবিক অধিকারের সার্বজনীনতা অবশ্যই সকলের ক্ষেত্রে একরূপে ব্যবহারকে স্বীকার করে না । মানবাধিকারের ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর প্রদানকারী রাষ্ট্রের উপর এই বাধ্যবাধকতা থাকে যে তারা নিজের দেশগুলিতে মানবাধিকার নীতিগুলিকে যথাযথভাবে কার্যকরী করার ব্যবস্থা গ্রহন করবে । যদিও মানবাধিকারের ঘোষণাপত্রে অধিকারগুলির স্বীকৃতি আদর্শগতভাবে উল্লিখিত । কিন্তু প্রত্যেক দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতে এর প্রণয়ন ও রূপায়ন নির্ভর করবে । তবে মানবিক অধিকারের সার্বজনীনতার পরিধি অবশ্যই নিয়ন্ত্রিত বা নির্দিষ্ট রয়েছে যার ফলে রাষ্ট্র নিজ অবস্থান সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলির প্রতি তাদের আবস্থান নির্ধারণ করতে পারে । রাষ্ট্রসংঘ তার সনদ ও কনভেনশনগুলিতে মানবাধিকার রূপায়ন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করার উপযুক্ত প্রণালী প্রবর্তন করেছে যাতে রাষ্ট্রগুলি তাদের মানবাধিকার প্রণয়ন ও কার্যকরী করার ব্যাপারে দায়িত্বশীল থাকে ।

তাই পরিশেষে বলা যায় যে বিশ্বজনীন মানবাধিকার একরূপতার (Uniformity) বন্ধনমুক্ত সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে শুধু স্বীকৃতিই প্রদান করে না বরং তা সুরক্ষিত রাখার অধিকারও সমর্থন করে । মানবাধিকার চুক্তি (International Covenant of Human Rights) এর ২৭ নম্বর অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে যে, সমস্ত জাতিগত বৈচিত্র্য, বিবিধ ধর্মালম্বী বা ভাষাগত সংখ্যালঘু গোষ্ঠী রয়েছে সেই মানুষদের গোষ্ঠীগতভাবে নিজের সংস্কৃতি , নিজের ধর্মাচরণ করা এবং নিজের ভাষাগত স্বাধীনতা উপভোগ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না ।

অতিরিক্ত পাঠের জন্য :

১) অন্নপূর্ণা নন্দ , মানবাধিকারের বিশ্বজনীনতা এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য

২) O.P. Gauba , Political Ideas & Ideologies : 'Debate on status of the Human rights'